দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... FEB. 27 1999 ... ...
পৃষ্ঠা ১২ ... কলাম ১

বগুড়ায় নট্রামস নিয়ে এন্তার অভিযোগঃ মন্ত্রণালয় চুপ

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

বগুড়ার নট্রামসে অর্থ আত্মসাৎ, বিধি বহির্ভূতভাবে সরকারি অর্থ ব্যয়, অনিয়ম, দুর্নীতি নিয়মিত বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। ছাত্র হত্যার চেষ্টার সাথে জড়িতদের পালিয়ে যেতে সহযোগিতা করার মত অভিযোগ প্রমাণ হবার পরেও ঐ প্রতিষ্ঠানের শীর্ষ কর্মকর্তার কোন শাস্তি হয়নি, বরং শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে তার বিরুদ্ধে দাখিল করা অনেক তদন্ত প্রতিবেদন সরিয়ে ফেলা হয়েছে। আর চাপা দিয়ে রাখা হয়েছে তার বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেবার প্রস্তাব।

মন্ত্রণালয়ের পিয়ন থেকে শুরু করে সচিব পর্যায়ের সাবেক ও বর্তমান কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অনেকেই এই প্রক্রিয়ার সঙ্গে জড়িত বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।

সংক্ষিপ্ত শব্দ NTRAMS হলো বগুড়ায় প্রতিষ্ঠিত শিক্ষা মন্ত্রণালয় নিয়ন্ত্রিত বাণিজ্যিক ও কারিগরি শিক্ষার ক্ষেত্রে ব্যতিক্রমধর্মী একটি প্রতিষ্ঠান, NATIONAL TRAINING AND RESEARCH ACADEMY FOR MULTILINGUAL SHORTHAND, বাংলায় যা জাতীয় 'বহুভাষী সাঁটলিপি প্রশিক্ষণ ও গবেষণা একাডেমি'।

দুর্নীতি দমন ব্যুরো, শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং সরকারের বিভিন্ন দপ্তর নট্রামস পরিচালকের বিরুদ্ধে অন্তত ১শ' অভিযোগ তদন্ত করে যেসব প্রতিবেদন দাখিল করেছে তা থেকে পাওয়া তথ্যে দেখা যায়, ১২ বছরের বেশি সময় ধরে একই পদে কর্মরত আবদুল মান্নান সরকার শুধু উল্লিখিত ঐসব বিষয়েই অভিযুক্ত হননি নানা কারণে তার কর্মচারীদের একাধিকবার বেআইনিভাবে বেতনও কেটে নিয়েছেন। সাবেক শিক্ষা সচিব এ, এইচ, এম আবদুল হাই '৯৬ সালের ৬ই জুন পরিচালককে (স্মারক নং-শিম/শা-৫/বিবিধ-২০/৯৬/৪১০) যে অভিযোগনামা পাঠান তাতে এরকম অনেক অভিযোগের কথাই উল্লেখ করা হয়েছে। ঐ অভিযোগনামায় আরো বলা হয়েছে ব্যবসায়িক স্বার্থ, ব্যক্তিগত পরিচিতি ও নট্রামসকে পুঁজি করে কোন কোন উর্ধ্বতন কর্মকর্তাকে কম্পিউটার উপহার দেয়া হয়েছে। ঐ অভিযোগনামায় তার বিরুদ্ধে অন্তত ১০টি অভিযোগ এনে সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপিল) বিধিমালা ১৯৮৫-এর ৩ (বি) ও ৩ (ডি) ধারায় রাষ্ট্রপতি সাহাবুদ্দীনের নির্দেশে শাস্তি দেবার উদ্যোগ নেবার পর পরই মন্ত্রণালয় থেকে ঐ নথিটি হারিয়ে যায়।

আবদুল মান্নান সরকার সরকারি বিধি লংঘন করে সাড়ে ৪ কোটি টাকারও বেশি ব্যয় করেছেন। এ বিষয়টি জানা গেছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের '৯৭ সালের ২১শে আগস্ট অনুষ্ঠিত বোর্ড অফ গভর্নর্সের ১৫তম সভার বিবরণী থেকে (স্মারক নং-শিম/শাঃ ৫/বিবিধ-৮২/৯৫/৬৩৫(১৪) যে সভায় পরিচালকের বিরুদ্ধে আরো অনিয়মের অভিযোগ নিয়েও আলোচনা হয়েছে।

'৯৩ সালের ১৮ই অক্টোবর জেলা দুর্নীতি দমন ব্যুরো যে প্রতিবেদন দাখিল করেছে (স্মারক নং-ডি, এ, বি বগ্ ১১০৫) তাতে মান্নান সরকারের বিরুদ্ধে যেসব অনিয়ম, দুর্নীতি এবং অর্থ আত্মসাতের ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে তিনি তার ভাতিজি জামাই আয়ুব আলীকে ছাত্র অবস্থায় চাকরি দিয়েছেন। ভুয়া বিল-ভাউচারের মাধ্যমে এবং সরকারি টাকায় ছাপানো বই সৌজন্য সংখ্যা হিসেবে বিলি দেখিয়ে তা বিক্রির লাখ লাখ টাকাও তিনি আত্মসাৎ করেছেন। দুর্নীতি দমন বিভাগের ঐ প্রতিবেদনে 'আর্থিক অনিয়ম এবং আত্মসাৎ সম্পর্কে যা বলা হয়েছে তাতে নট্রামস পরিচালক আত্মসাৎ, অপচয় অথবা বিধি বহির্ভূতভাবে ব্যয় করেছেন বিপুল অংকের সরকারি টাকা। অর্থ আত্মসাতের অনেকগুলো বিষয়ের বিবরণ দিতে গিয়ে ঐ প্রতিবেদনের এক জায়গায় বলা হয়েছে ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের পোশাক বাবদ ৪০ হাজার টাকা ব্যয় দেখানো হলেও পোশাক তৈরিতে ব্যয় হয়েছে ১৫ হাজার টাকা। এ ধরনের অর্থ আত্মসাতের অভিযোগ রয়েছে আরো অনেক।

নট্রামস-এর দু'জন ছাত্র মঞ্জু ও জুয়েলকে যারা ঐ প্রতিষ্ঠানেই ছুরিকাঘাতে হত্যার চেষ্টা করেছিল, পরিচালক ঘটনার পর তাদের সরকারি গাড়িতে করে নিরাপদে পৌঁছে দিয়েছিলেন। যেসব ছাত্র নট্রামস পরিচালকের দুর্নীতি, অনিয়মসহ বিভিন্ন কাজের প্রতিবাদ করছিল মঞ্জু ও জুয়েল তাদের মধ্যে অন্যতম।

নট্রামস পরিচালকের দুর্নীতি, অনিয়ম, অর্থ-আত্মসাৎ ও অপচয়ে যে শুধু শিক্ষা মন্ত্রণালয়ই সহযোগিতা করছে তা নয়, জেলা হিসাবরক্ষণ অফিসও সরকারি বিধি লংঘন করে নানা ধরনের বিল পাস করে দিচ্ছে। যেমন অবৈধভাবে নিয়োগ করা শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সাবেক কর্মকর্তা রেজিনা আখতারের ছেলে রাজিব আহসান তুহিন, রাফিউল ইসলামসহ শতাধিক কর্মকর্তা-কর্মচারীর বৈধ নিয়োগপত্র না থাকা সত্ত্বেও তাদের বেতন এবং অন্যান্য বিল নিয়মিত ছেড়ে দেয়া হয়েছে। পরিচালকেরও কোন নিয়োগপত্র নেই; কিন্তু তা সত্ত্বেও উপ-সচিব পদমর্যাদার স্কেলে এখনওও তাকে বেতন দেয়া হচ্ছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে সুনির্দিষ্টভাবে নির্দেশ দেবার (স্মারক নং-শিম/শা/৫/১১-১৯১ (অংশ ২) ৮০১/২(৫) তারিখ-২৯/১১/৯৮) পরেও জেলা হিসাবরক্ষণ অফিস নট্রামস-এ অবৈধভাবে নিয়োগ করা অনেক কর্মকর্তা-কর্মচারীর বেতন ছাড় করেছে।